মসজিদ ভিত্তিক এইচআইভি/এইডস সচেতনকরণ

নি উ জ লে টা র

ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

মসজিদ ভিত্তিক এইচআইভি/এইডস সচেতনকরণ প্রকল্পের ভূমিকা ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ধর্মীয়ভাবে মুসলমান। ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ ও মাদ্রাসা গ্রামের মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও দেশের বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী লোক নিরক্ষর বা স্কুলে যায়নি কিন্তু এমন কোন মুসলমান নেই যে ধর্মীয় বয়ান শুনতে এবং নামাজ পড়তে মসজিদে যায় না। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কুল আছে কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্রতার জন্য অনেক শিশু স্কুল ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে নেমে পরে। ফলে গ্রামের মানুষের বড় একটা অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার নিরক্ষরতা এবং গণমাধ্যম যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এসব থেকে মানুষের তথ্য পাবার সুযোগ না থাকায় মানুষ স্বাস্থ্য রক্ষা জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান না পেয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে। উপরন্ত সাম্প্রতিককালে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা ও তাদের সমাজের প্রতি এক প্রবল হুমকি হিসেবে এইচআইভি/এইডসের আবির্ভাব হয়েছে।

মসজিদ হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। যেখানে শুক্রবার জুমা'র সময় দেশের প্রায় অধিকাংশ মানুষই নামাজ পড়তে হাজির হয়। শুক্রবারে মুসলমানগণ জুমা'র নামাজের পূর্বে প্রায় এক ঘন্টা ধরে ইমাম সাহেবের বিভিন্ন মূল্যবান ধর্মীয় এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বক্তব্য শোনেন। মুসলিম আইন, আচার আচরণ ও প্রথা অনুযায়ী জুমা'র নামাজের পূর্বে মসজিদে বসে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা আলোচনার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকেই খুব পবিত্র মন নিয়ে ইমাম সাহেব এবং মসজিদকে বিশ্বাস ও শ্রদ্বা করেন তাই মসজিদে বসে যা আলোচনা হয় তা বিনা বিতর্কে সাধারণত সকল মুসলমানগণ বিশ্বাস করে এবং ইমাম সাহেবের আদেশ নির্দেশসমূহ ধর্মীয় আদেশ হিসাবে উপস্থিত মুসল্লী গণ তাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। গ্রামীণ বাংলাদেশে মসজিদ হলো সামাজিক বন্ধনের ভিত্তি এবং মানুষের মূল্যবোধ গঠনের ও সামাজিক সংহতি তৈরীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। মসজিদই হলো সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তঃযোগাযোগ এবং পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ধর্মীয় নেতা এবং ইমামগণ যখন মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ভূমিকা রাখেন তখন বাংলাদেশে এ সমস্ত কর্মসূচি খুবই সফলতা পায়।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয় নেতাদের অর্থাৎ ইমাম সাহেবদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে গ্রহনযোগ্য একটি উপায়ের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস এবং মানবাধিকার বিষয় সম্পর্কে সচেতনকরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ যাতে ইমাম সাহেবগণ এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কিত তথ্য গ্রামীণ জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে পারেন। এটা আশা করা হচ্ছে যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইমাম সাহেবদের এইচআইভি/এইড্স এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং তথ্য দিয়ে ইমাম সাহেবদের জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ। যার ফলে তারা সমাজে প্রচলিত এইচআইভি/এইড্স এবং এইচআইভি/এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করতে পারে। এই প্রকল্পের ইমামগণ এমন প্রভাবক হিসাবে কাজ করতে পারবেন যা মানুষের আচরণকে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে সহায়ক করে তুলবে এবং মানুষকে এইচআইভি/এইড্স সম্পর্কে সচেতন করবে। কারণ ভ্রান্ত ধারণা, পূর্ব সংস্কার এবং কুসংস্কার এসব অশিক্ষার সাথে মিলে মিশে আরও শক্তিশালী হয় এবং মাঝে মাঝে কিছু অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ এসবের প্রভাবে আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির বিরোধিতা করেন ।

ইমামদের রিফ্রেশার্স কোর্স

এইচআইভি/ এইডস কি?

এইচআইভি হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। এই ভাইরাসের কারণে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে এবং এই সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়কে একোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা এইডস বলা হয়। ১৯৮১ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রে একদল সমকামী পুরুষের মধ্যে অস্বাভাবিক সংক্রমণ ও টিউমার পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রথম এইডস চিহ্নিত করা হয়। হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস আবিস্কৃত হয় ১৯৮৩ সালে। তবে ধারণা করা হয় যে বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। কারণ ১৯৫০ দশকে কিছু মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই ভাইরাসের উৎস নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো অনেক বির্তক রয়েছে।

এইডস প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগের নাম । এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আস্তে আস্তে নি:শেষ হয়ে যায় ফলে যে কোন রোগ জীবাণু যেমন যক্ষা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি সহজে আক্রমন করতে পারে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায় আক্রান্ত ব্যাক্তি আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর তা এইডস-এ রূপ নেয়ার মধ্যকার সময়সীমায় তারতম্য থাকতে পারে, তবে গড়ে তা ৮ থেকে ১০ বছর লাগে। এই তারতম্যের কারণ সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। মধ্যবর্তী সময়ে বেশীর ভাগ এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি সুস্থ থাকেন কিন্তু তার কাছ থেকে ভাইরাস অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইচআইভি সংক্রমণের কয়েক মাসের মধ্যে রক্তে এইচআইভি'র এন্টিবডি পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ এইচআইভি পরীক্ষায় এই এন্টিবডির উপস্থিতি দেখে এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত হবার ও এর প্রতিরোধের উপায়

এইচআইভি/এইডস যেভাবে ছড়ায়	এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়
ঝুঁকিপূর্ণ যৌন মিলনের মাধ্যমে	নিরাপদ যৌন মিলন এবং অনিরাপদ যৌন মিলনে কনডম ব্যবহার করা
এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যাক্তির রক্ত অন্যের শরীরে সঞ্চালন করা হলে	রক্ত সঞ্চালন করার পূর্বে পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যে ঐ রক্ত এইডস ভাইরাস মুক্ত কিনা
এইডস রোগীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন সূঁচ, সিরিঞ্জ, ছুরি, কাঁচি, রেজর, ব্লেড ও ক্ষুর ইত্যাদিরও মাধ্যমে	এইডস জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি যেমন যেমন সূঁচ, সিরিঞ্জ, ছুরি, কাঁচি, রেজর, ব্লেড ও ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার করা
একই সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে নেশা গ্রহন	অন্যের ব্যবহার করা সূঁচ ও সিরিঞ্জ দিয়ে নেশার দ্রব্য গ্রহণ না করা
অস্ত্রোপচারে এইডস জীবানুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা	অস্ত্রোপচারে এইডস জীবানুমুক্ত ও নিরাপদ যন্ত্রপাতি ব্যবহার
এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুর দেহে সংক্রমণ	সন্তান নেওয়ার আগে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ
এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে	মায়ের দুধের বিকল্প দুধের ব্যবস্থা করা

যেভাবে এইচআইভি ছড়ায় না

- আক্রান্ত ব্যাক্তির শ্বাস প্রশ্বাস, হাঁচি, কাশি বা থুথুর মাধ্যমে এইডস ছড়ায়না।
- একই বাড়িতে বসবাস, একই বিছানায় ঘুমানো বা একই পায়খানা ব্যবহারে এইডস ছড়ায় না।
- সাধারন মেলামেশা, করমর্দন, কোলাকুলি, একসাথে গল্প করা বা চলাফেরার মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।
- কীট পতঙ্গ বা মশা মাছির কামড়ে এইডস ছড়ায় না।
- জামা কাপড়, তোয়ালে/গামছা বা বিছানার চাদর দ্বারা এইডস ছড়ায় না।
- একই থালা বাসন ব্যবহার, একই গ্লাসে পানি বা একই কাপে চা খেলে এইডস ছড়ায় না।

এইচআইভি/এইডসের কোন টিকা বা ওষুধ আছে কি?

এইচআইভি'র কোন কার্যকর টিকা এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। এইচআইভি ও এইডস এর ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয়' সেগুলো রোগ নিরাময় করতে পারে না। তবে এসব ওষুধ এইচআইভি সংক্রমণজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর গতিধারা নাটকীয়ভাবে পাল্টে দিতে পারে এবং সুযোগসন্ধানী সংক্রমণের সূচনা বিলম্বিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত ওষুধগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় এবং সেগুলো প্রয়োগের জন্য অত্যাধুনিক ডাক্তারী তত্ত্বাবধান ও ল্যাবরেটরি সমর্থন প্রয়োজন। বাংলাদেশে এই ওষুধ এখন পাওয়া যায় না। আসলে এইচআইভি ভাইরাস দ্বারাই মানুষ সংক্রমিত হয় এবং এটিই মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করতে থাকে। এইভাবে প্রতিরোধ শক্তি প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এই লক্ষণগুলোকেই এইডস বলা হয়।

এইচআইভি/এইডস এবং এসটিআই (যৌন সংক্রমিত রোগ)-এর সাথে সম্পর্ক

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণ ছড়ায় যৌন মিলনের মাধ্যমে। তাই এইডস রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে যৌন মিলনের মাধ্যমে রোগ ছড়ানো প্রতিরোধ করতে হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে এসটিআই বা যৌন সংক্রমিত রোগের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। গণোরিয়া, সিফিলিস, শ্যাংক্রয়েড, ট্রাইকোমনিয়াসিস ও ক্ল্যামাইডিয়া যৌন সংক্রমিত রোগে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এসটিআই এর উপস্থিতি অরক্ষিত যৌন মিলনের মতো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ প্রমান করে এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের জন্য মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য যৌন সংক্রমিত রোগ থাকলে এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই প্রাথমিক অবস্থায় ও কার্যকরভাবে যৌন সংক্রমিত রোগের চিকিৎসা করা হলে তা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হয়। ফলে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে যৌন সংক্রমিত রোগ নিয়ন্ত্রণ এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই যৌন সংক্রমিত রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

ইমামদের রিফ্রেশার্স কোর্সে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব উলফগ্যাং ভোলম্যান এবং ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোহাম্মদ কিবরিয়া।

এইডস প্রতিরোধে করণীয়

- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
- মসজিদ ভিত্তিক এইচআইভি/এইডস সচেতনকরণ কার্যক্রম জোরদার করা
- যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা
- বহুগামীতা ও পতিতালয়ে যাতায়াত পরিহার করা ও ঝুঁকিপূর্ণ যৌন মিলনে কনডম ব্যবহার করা
- পরিকল্পিত এইচআইভি/এইডস শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় এইচআইভি/এইডস শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা
- রক্ত, রক্তজাত দ্রব্য বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহনের পূর্বে এইচআইভি টেষ্ট করে নেওয়া
- একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ, নতুন ব্লেড ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহার করা সিরিঞ্জ, রেজার বা ক্ষুর জীবানুমুক্ত করে নেয়া
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দ্বারা তার শিশু সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক কাজেই আক্রান্ত হলে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা
- এইচআইভি আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপের জন্য অবহিতকরণ (ওরিয়েন্টেশন) সেশন পরিচালনা করা
- যৌন বাহিত রোগের লক্ষণ চিহ্নিত করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- যৌন বাহিত রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণে তৎপরতা বৃদ্ধি করা
- এইচআইভি আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকি পূর্ণ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ বাড়ানো
- সঠিকভাবে কনডম ব্যবহারের জ্ঞান দান করা
- ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সংসর্গ কালে সব সময় কনডম ব্যবহারের অভ্যাস বৃদ্ধি করা
- সমাজের প্রভাবশালী নেতাদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আকারে এডভোকেসি সভা পরিচালনা করা প্রয়োজন
- এইচআইভি সংক্রমনের ঝুঁকি সম্পর্কে জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তি লাভ করা
- নিরাপদ যৌন আচরণসহ বিভিন্ন অভ্যাসের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমন হ্রাসের লক্ষ্যে সূচিত কর্মকান্ডের জন্য সামাজিক অনুমোদন লাভ করা
- পিয়ার এডুকেশন কর্মসুচী চালু করা। পিয়ার অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের মাধ্যমে জনগনের কাছে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে তথ্য পৌঁছানো এবং তাদের আচরণ পরিবর্তনে প্রভাবিত করা

ইমামদের প্রশিক্ষণে গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক জনাব এ, কে, এম, মাকসুদ ও কর্মসূচী পরিচালক জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান মোল্লা

নিউজলেটার সম্পাদনা পরিষদ: এ, কে, এম, মাকসুদ, মাওলানা মোঃ জাকির হোসেন, মাওলানা মোঃ ইউনুস মোল্লা, মোঃ মোকলেছুর রহমান মোল্লা, মোঃ সাইফুল করিম খান, মোঃ হাছান মাহমুদ ইয়াদ, আবুল ফজল মুহাম্মদ রাব্বি, মোঃ রাজিবুল করিম রানা এবং মোঃ তোফাজ্জেল মোল্লা।

ইউনেস্কোর সহায়তায় ও গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "মসজিদ ভিত্তিক এইচআইভি/এইডস সচেতনকরণ প্রকল্প"- এর নিউজলেটার। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক বাড়ী নং-৯৩, রোড নং - ১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ৯১১৪০৯৪